চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস। বুধবার একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে রাত বারোটা এক মিনিটে চুয়াডাঙ্গার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একতা হয় চুয়াডাঙ্গা জেলার রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেবী ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় তারা ফুল দিয়ে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রাত বারোটা এক মিনিটে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন এমপি প্রথমে ফুল দিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এরপর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম- সেবা, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.এ কে এম সাইফুর রশিদ। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি সাধারণ সম্পাদক, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।এরপর রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, সেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ। জেলা বিএনপি পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এময় যুবদল, ছাত্রদল,সেচ্ছাসেবক দল এ পুষ্পস্তবক অর্পণে অংশ নেয়। চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ড,রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইউনিট, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভার,জেলা স্কাউটস এর পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপর বুধবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রভাত ফেরী সকাল ছয়টা থেকে শুরু হয়ে চলে দিনব্যাপী। এ সময় সকাল থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ভিড় করতে থাকে বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সামাজিক সংগঠন পেশাজীবি সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন সহ সাংস্কৃতিক সংগঠনের

ব্যক্তিবর্গ।

এ সময় ফুল দিয়ে ভাষা শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন চুয়াডাঙ্গা ভিক্টোরিয়া জুবিলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়,চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা একাডেমি স্কুল, কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, চুয়াডাঙ্গা নার্সিং ইনস্টিটিউট, রাহেল খাতুন গার্লস একাডেমি, ঝিনুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়,গার্লস গাইড, চুয়াডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক,জনতা ব্যাংক,চুয়াডাঙ্গা জেলা মহিলা ক্রিয়া সংস্থা, লেডিস ক্লাব, বহুমুখী মানব কল্যান সংস্থা, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট, প্রথম আলো বন্ধুসভা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ দিবস উপলক্ষে ভাষা শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দক্ষিনে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের মুক্ত মঞ্চে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ড. আব্দুল আজিজ এর সভাপতিত্বে আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.এ কে এম সাইফুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ ফারজানা কেতকী, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক নজরুল ইসলাম সহ সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের শিক্ষক মন্ডলী বৃন্দ।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শিল্পকলার যৌথ আয়োজনে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়েরদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় চুরি মামলায় জেলা কারাগারে থাকা আসামি মিঠু মিয়া
(৪০) নামের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলা কারাগার থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তির কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়। মিঠু মিয়া দামুড়হুদা উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের ফজলু মিয়ার ছেলে। সে দামুড়হুদা থানার ১৮/২৪ নং মামলার ৩৭৯/৪১১ ধারার আসামি।

পরিবারের দাবি মিথ্যে চুরির অপবাদে গণপিটুনি ও পুলিশি নির্যাতনের কারণে মিঠু মারাগেছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ট তদন্ত পূর্বক দোষিদের শাস্তি চাই।

বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত ডা. আল ইমরান জুয়েল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের ভারপ্রাপ্ত জেল সুপার দেওয়ান মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জানান, মিঠু মিয়া গত ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি চুরি মামলায় কারাগারে আসেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে তিনি অসুস্থবোধ করেন। এসময় দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় রাত সাড়ে ১২ টার দিকে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মিঠু মিয়ার বড় ভাই বাবলু, বড় বোন দলিয়ারা খাতুন, দুলাভাই ছুরাপ হোসেন, চাচা আব্দুল হান্নান ও প্রতিবেশী বাবু জানান, মিঠু রাজ মিস্ত্রির কাজ করতো। ঘটনার রাতে মিঠু রাস্তায় হাটতে হাটতে মোবাইলে কথা বলছিল। এক পর্যায় গ্রামের শেষ পাড়ার কয়েক জন তাকে ধরে বেধড়ক মারপিট করে ও রাস্তায় ফেলে চটকায়। পরে তাকে নতিপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড ভগিরথপুর গ্রামের ইকতার মেম্বারের বাড়ি আটকে রাখে। সংবাদ পেয়ে আমরা মেম্বারের বাড়িতে গেলে মিঠুর সাথে আমাদের দেখা করতে বা কথা বলতে দেয়নি। পরে তাকে ভগিরথপুর ক্যাম্প পুলিশের কাছে দেওয়া হয়।

মিঠুকে ক্যাম্পে দেওয়ার পর দুলাভাই ছুরাপ হোসেন তার সাথে দেখা

করে। এসময় মিঠুর কান ও নাক দিয়ে রক্ত পানি ঝরছিল বলে জানান ছুরাপ।

দুলাভাই ছুরাপ হোসেন অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ ক্যাম্পে মিঠুকে দেওয়ার পর মেম্বার ইকতার আমাকে বলে পুলিশকে ১৫ হাজার টাকা দিতে হবে। টাকা না দিলে পুলিশ রাতে মিঠুকে মারবে। কিন্তু ওই রাতে আমরা টাকা ম্যানেজ করতে পারেনি।

নতিপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড ভগিরথপুর গ্রামের ইকতার মেম্বার এ অভিযোগ অশিকার করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আল ইমরান জুয়েল জানান, গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলা কারাগারের পুলিশ সদস্যরা এক কয়েদীকে বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালের পুরুষ মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তির ২০-২৫ মিনিট পরেই তার মৃত্যু হয়। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর কবির জানান, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ভ্যান চুরির অপরাধে স্থানীয়রা মিঠু মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক করে। পরদিন সকালে তাকে চুরির মামলায় আদালতে প্রেরণ করা হয়।

জীবননগরে শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

জীবননগরে যথাযোগ্য মর্যদার মধ্যে ২১ শে ফেব্রয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে শহীদ দিবস ও আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জীবননগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি প্রভাতফেরীর র্যালী বের

হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধা বদর উদ্দিন প্রমুখ।

দামুড়হুদায় একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিনম্র শ্রদ্ধা ও যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবসে ভাষা শহীদদের স্মরণ করেছে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

এ উপলক্ষে রাত ১২টা ১ মিনিটে উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহীদ মিনারে প্রথমেই পুষ্পস্তাবক অর্পণ করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মো: আলী আজগার টগর, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, এরপরে একে একে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ, দামুড়হুদা মডেল থানা, দর্শনা থানা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দর্শনা পৌরসভা, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন, উপজেলা আওয়ামী লীগ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব, উপজেলা যুবলীগ, উপজেলা শ্রমিক লীগ, উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজে, উপজেলা ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শহীদ মিনারে পুস্তক অর্পণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আছির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহা, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী প্রমূখ।

দর্শনা পরানপুর মোড় থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত সড়কের ৭৯টি গাছ কেটে সাবাড়

দর্শনা পরানপুর মোড় থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত সড়ক নিমার্ন কাজ চলছে। আর এই সুযোগে সড়কের পাশে বিভিন্ন প্রজাতির ৭৯টি গাছ কেটে সাবাড় করেছে অসাধু ব্যক্তি।

এ খবর পেয়ে আজ বিকাল ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার রোকসানা মিতা জেলা পরিষদের নিবার্হী প্রধান মিজানুর রহমান ও সহকারী নিবার্হী ইসরাইল হোসেনসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা পরানপুর দক্ষিন পাড়া মোড়ে আসে।
এসময় উপজেলা নিবার্হী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, জেলা পরিষদ আমাদের আইনি ব্যবস্থা নিতে বল্লে আমি আইনি ব্যবস্থা নেব।

এসময় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, যে গাছগুলো কেটে ফেলেছে সে গুলো আগে উদ্ধার করা হোক তারপর কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর পুলিশ ডেকে গাছগুলো উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। স্থানী লোকজন জানান, জেলা পরিষদের একজন সরকারী লোক এসে বলেছে যার যার জমির সামনে যে গাছগুলো কেটে নেওয়ার কথা। এরপর হাজী গোলজার মিয়ার

জমির রাস্তার পাশের গাছগুলো কেটে নেয়।

এ খবর পেয়ে সড়কের পাশের জমির মালিক পরানপুর গ্রামের মৃত গোলজার হাজীর ছেলে আনারুল আজিম ১০টা, বাবর আলী ছেলে খোকন ৪টি, লোকনাথপুর মৃত ওয়াদুদ শাহের ছেলে গ্রামের মুকুল শাহ ৩টি, ইদ্রিস আলী ৪টি, মদু মিয়ার ছেলে জামাল উদ্দিন ৪টি, মাও হাবিবুর মওলানার ছেলে ৩টি, লাউ ক্ষেতের পাশে ৩টি ও গম ক্ষেতের পাশ থেকে ১টি মেহুগুনি গাছ কেটে নেয় জমির মালিকরা। এছাড়া পরানপুর গ্রামের সানোয়ার মন্ডলের ছেলে বাবু ৩টি,আকবার আলীর ছেলে মাসুদ ৬টি, ফেলু মন্ডলের ছেলে ইসরাফিল হোসেন ৪টি ও আব্দুর রব ২টি, নবাব আলীর ছেলে মহসিন ১৩টি, গাছগুলো কেটে নেয়।

এ সুযোগে কিছু সুযোগসন্ধানী লোক সড়কের পাশের ৭৯টি গাছ কেটে ফেলেছে। কেউ কেউ গাছ কেটে বিক্রীও করেছে। কেউ বাড়ি বাড়ি জমা করে রেখেছে। এ বিষয় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু জেলা পরিষদের কর্মকতার্দের নির্দেশ দেন পুলিশ সাথে নিয়ে কাটা গাছগুলো যেখানে আছে উদ্ধার করে দর্শনা ডাকবাংলো চত্বরে রাখার। কেউ যদি কোন সো মিলে রাখে সেখান থেকে উদ্ধার করার নির্দেশ প্রদান করেন।

দামুড়হুদায় অন্যের গরু নিজের বলে দাবী করে জয়রামপুরের বাবু বিপাকে

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের বাবু অন্যের গরু নিজের বলে দাবী করে এখন বিপাকে। আজ মঙ্গলবার বেলা ২ টার দিকে উপজেলার ছোট দুধপাতিলায় এঘটনা ঘটে।

সরজমিনে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা গ্রামের আব্দুল হাকিম এর ছেলে আহসান হাবীব সে একজন গরুর ব্যাপারী। গরু কেনাবেচা করে।

গত সোমবার ডুগডুগি পশুহাট থেকে ৪৮ হাজার টাকায় একটা লালচে রং এর গরুর বাছুর কেনে। কিন্তু উপজেলার জয়রামপুর কলোনী পাড়ার মৃত নূর হোসেনের ছেলে রিপন হোসেন বাবু’র সোমবার দিবাগত রাত ৩ টার পরে যেকোন সময় তার গোয়ালঘর থেকে লালচে রঙের একটি গরুর বাছুর চুরি হয়ে যাই। গরু চুরির বিষয়ে সে একটি জিডিও করে থানায়।

আজ মঙ্গলবার সকালে সে সন্ধান পায় ছোট দুধ পাতিলা গ্রামে একটি লালচে রঙের গরুর বাছুর আছে। সেখানে গিয়ে সে গরুটিকে নিজের বলে দাবি করে। সেখানে ৩ টি গরু ছিলো। হাউলী ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম বাবু’র স্ত্রীকে গরু সনাক্ত করতে বল্লে সে অন্য একটি গরু সনাক্ত করে এবং বাবু আর একটি গরু সনাক্ত করে। স্বামী স্ত্রী দুইজন দুইটা গরু সনাক্ত করে। তখনি বাঁধে-বিপত্তি। ঘটনার সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং গরুটি উদ্ধার করে হাউলী ৫ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

ছোট দুধ পাতিলার গরুর ব্যাপারী আহসান হাবীব গরুটি যার কাছ থেকে কেনা হয়েছে তাকে সন্ধান করে বাছুর গরুটি নিয়ে উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের সদাবাড়ি গ্রামে গরুর আসল মালিকের বাড়ি যাওয়া হয়। গরুর বাছুর টি ছেড়ে দিলে দৌড়ে তার মা গাভী গরুর কাছে চলে গিয়ে দুধ পান করে। গরুর মালিক এবং স্থানীয় পাড়া-প্রতিবেশী বলেন এই বাছুর গরুটি তারা বিক্রি করেছেন। সেখানে প্রমাণ হয় গরুটি ছোটদুধপাতিলা গ্রামের ব্যাপারী আহসান হাবীব আসলেই কিনেছে। এটা চোরাই গরু নয়। জয়রামপুরের বাবু যে গরুটি নিজের বলে দাবি করছে সে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বানোয়াট তথ্য দিয়ে মানুষজন এবং পুলিশকে বিভ্রান্তি করেছে। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গরুটিকে নিজের বলে দাবি করে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছে। এলাকাবাসী দাবি তুলেছে এই প্রতারককে আইনের আওতায় এনে শাস্তি হওয়া উচিত।

এবিষয়ে আহসান হাবীব বলেন, এলাকাবাসী ও পুলিশ কে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। বাবু আমাকে হেনস্থা করেছে। মানুষজনের সামনে আমাকে চোর সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। আমি বাবুর নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মান হানীর মামলা করবো। আমি এর উপযুক্ত বিচার চাই। বাবু বলেছে ৮/ ৯ মাস ধরে গরুটি তারা পুষছে। তাহলে তারা নিজের গরু চিনতে পারছে না। তারা ইচ্ছা করেই আমাকে চোর সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। আমার গরুটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি যে গরুটি কিনেছি সেটা একটা বাছুর গরু এখনো সে দুধ খায়।

এবিষয়ে হাউলী ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বলেন, আমার প্রতিবেশী আঃ হাকিম এর ছেলে আহসান হাবীব গত সোমবার ডুগডুগি গরুর হাট থেকে একটি গরুর বাছুর কেনে।

কিন্তুু জয়রামপুরের মৃত: নুর হোসেন এর ছেলে রিপন হোসেন বাবু বাছুর গরুটিকে নিজের বলে দাবি করলে দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই তৌহিদ গরুটি আমার হেফাজতে রাখে। তখন আমি আমার প্রতিবেশী কে বলি গরুটি কার কাছ থেকে কেনা হয়েছে তার সন্ধান করো এবং সেখানে চলো। তারপর আমরা বাবু’র ভাই সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেখানে যায়। কিন্তু বাবু আমাদের সাথে যায়নি। গরুর আসল মালিকের বাড়ি গিয়ে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয় গরুটি আসলে চোরাই গরু নয়। গরুটি আসলেই ক্রয়কৃত গরু। বাবু আমাদের মিথ্যা বলেছে। আসলে গরুর বাছুর টি বাবুর নয়। তবে এটাও সত্যি যে বাবুর একটি গরু হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই গরুটি তার নয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন,যার গরু তার সত্যতা পাওয়া গেছে।একজনের গরু যদি অন্য একজন যদি মিথ্যাভাবে দাবি করে তাহলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

জীবননগরে ভেজাল থিয়োভিট উদ্ধার,ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জীবননগরে ভ্র্যাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে ভেজাল থিয়োভিট উদ্ধার এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৫হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেছে ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার সময় জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভ’মি তিথি মিত্র জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলার বাকা ব্রিক ফিল্ডের মের্সাস সাগর ট্রেডার্সে ভেজাল বিরোধী অভিযান চালিয়ে দোকানের মধ্যে থেকে ৬ প্যাকেট নিন্মমানের ভেজাল থিযোভিট উদ্ধার করে।

এ সময় মেসার্স সাগর ট্রেডার্সের মালিক সিরাজুল ইসলামকে ভেজাল থিয়োভিট বিক্রি করার অপরাধে নগদ ৫হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন।

মেসার্স সাগর ট্রেডার্সের মালিক মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন,আমি সিনজেন্টার থিয়োভিট গুলো দামুড়হুদা বাজারের মের্সাস নাঈম ট্রেডার্সের নিকট থেকে ক্রয় করেছি আমি তো জানি না এ গুলো ভেজাল সে আমার নিকট থেকে সিনজেন্টার থিয়োভিটের দাম নিয়েছে।

জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভুমি তিথি মিত্র বলেন,একটি গোপন সুত্রে জানতে পারি বাকা ব্রিক ফিল্ডের একটি কীটনাশকের দোকানে ভেজাল থিয়োভিট বিক্রয় করা হচ্ছে এ সংবাদ পেয়ে বাকা ব্রিক ফিল্ডের মের্সাস সাগর ট্রেডার্সে অভিযান পরিচালনা করে তার দোকান থেকে ৬ প্যাকেট নকল থিয়োভিট উদ্ধার করা হয় । উদ্ধারকৃত মালামালগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। কৃষকদের সাথে প্রতারনা করায় ওই প্রতিষ্ঠানের মালিককে জরিমানা প্রদান করা হয় এবং তাকে সর্তক করা হয়। জনস্বার্থে এবং কৃষকদের স্বার্থে ভেজাল বিরোধী এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মনিরুজ্জামান।

চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত চাঁদমারী মাঠে গত মঙ্গলবার বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমার সভাপতিত্বে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সোমবার

বিকাল তিনটার সময় বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতার পুরষ্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কবির হোসেনের সভাপতিত্বে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মকে দেশ ও জাতীয় চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করতে তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। আমাদের তরুণরা খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চায় উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার মতো বিজয় অর্জন করবে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন ক্রীড়া প্রেমিক মানুষ। দেশ এবং দেশের মানুষ কিভাবে সবসময় উন্নতি লাভ করবে এটার জন্য সবসময় কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। দেশ এবং দেশের বাইরে কিভাবে ক্রীড়ার মাধ্যমে আরও ব্যাপক হারে পরিচিত লাভ করা যায় এজন্য তিনি নতুন নতুন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন ।

উল্লেখ গত মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা চাঁদমারি মাঠে সকাল দশটার সময় জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়। দলগত ডিসপ্লে, মশাল প্রজ্জ্বলন, মার্চ পাস্টের পর বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ইভেন্টের মধ্যে ছিল, চকলেট দৌড়, রিলে দৌড় সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা

পুরষ্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা কালেক্টর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মাসুদুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার সুমাইয়া পারভীন সহ চুয়াডাঙ্গা কালেক্টর স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষকমন্ডলী সহ অভিভাবকবৃন্দ।

দামুড়হুদায় ২দিন ব্যাপী কৃষি মেলার উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর হাই স্কুল মাঠে দুই দিনব্যাপী কৃষি মেলার শুভ উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, আমাদের দেশের কৃষকরাই হলো সেরা বিজ্ঞানী, কৃষিকাজে আমরা প্রতিনিয়তই তাদের কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখি। কৃষি কাজে প্রচুর পরিমানে পানির ব্যবহার করা হয়, সে পানি যেন যুগোপযোগী ভাবে ব্যবহার হয় এবং পানির সাশ্রয় করা যায়। অর্থাৎ দক্ষ পানির ব্যবহার এবং উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা। এই কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা যে পানি ব্যবহার করি, সেই পানি যাতে অপচয় না হয় সেদিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে। একটা ইউনিয়নে মাঠের পর মাঠ এত ধান চাষ হয়, তাহলে সেখানে কতো পানির ব্যাবহার করা হয়। এই পানি কোনভাবেই অপচয় করা যাবে না। সব ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে পানির ব্যবহার করা হয়। এই পানি সাশ্রয় করে কমিয়ে কিভাবে উৎপাদন বাড়ানো যায়, সে দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। তাই এই কৃষি মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দক্ষ ভাবে পানি কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায়, পানির উত্তম ব্যবহার করে কৃষি ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা যায়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত মাহবুবুর রহমান সহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত কৃষকেরা, বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা, আমন্ত্রিত অতিথি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা প্রতিবন্ধী স্কুল পরিদর্শন করলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় প্রতিবন্ধী স্কুল পরিদর্শন করলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা এর উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশীদ। আজ সোমবার দুপুরে তিনি দর্শনা পৌরসভার বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

দর্শনা পৌর এলাকার রামনগরে অবস্থিত প্রতিবন্ধী স্কুল পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয় বরং তারা দেশের সম্পদ। তারা বেড়ে ওঠার সকল সুযোগ সুবিধা পেলে প্রতিবন্ধী শিশুরাও দেশ ও সমাজের সম্পদে পরিণত হতে পারবে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষিত ও প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী দক্ষ করে গড়ে তুললে তারাও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

২০১৪ সালে একযোগে সারাদেশে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে সমাজসেবা অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত বিশেষ শিক্ষা (প্রতিবন্ধী) বিদ্যালয় সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই অংশ হিসাবে দর্শনায় প্রতিষ্ঠিত বিশেষ শিক্ষা (প্রতিবন্ধী) বিদ্যালয়ে অগ্রগতি, কার্যক্রম দেখতে পরিদর্শনে আসেন।

অতিথিদের আগমনে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা ফুল দিয়ে তাকে বরণ করে নেন। এরপর অতিথিদয় ক্লাসরুমের কার্যক্রম ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরে তিনি শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা করেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অগ্রগতি, সুফল ও সমস্যার কথা শোনেন এবং বিদ্যালয়ের সমস্যা গুলো অতিসত্বর সমাধানের আশ্বাস দেন। সেই সাথে খুব দ্রুত প্রতিষ্ঠানটি এমপিও ভুক্ত’র আওতায় আসবে বলে আশ্বস্ত করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিবন্ধী সাহায্য সেবা কেন্দ্র’র কর্মকর্তা আনোয়ার ইসলাম। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিবন্ধী সাহায্য সেবা কেন্দ্র’র কনসালট্যান্ট ডাঃ মোঃ নুর আলম আকাশ।

শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা চাই, শিক্ষার কোন বয়স নাই, শিক্ষা ছাড়া গতি নাই” এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বপ্ন ছোঁয়া পলাশ সামাজিক

উন্নয়ন সংস্থার পরিচালনায় এই বিদ্যালয়টি হাঁটি হাঁটি পা পা করে সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে সুদৃঢ় পথ। এই প্রতিষ্ঠানের একঝাঁক নবীন-প্রবীন শিক্ষক এবং শিক্ষিকার অক্লান্ত পরিশ্রমে এগিয়ে চলেছে দুর্বার।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শিরিনা আখতার, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আঃ কাদের, সিনিয়র শিক্ষিকা শাহিনুর আক্তার, সহকারী শিক্ষক- মৌসুমী আক্তার, হাফিজুর রহমান, নাসরিন নাহার, হাবিবুর রহমান, শিলা খাতুন, রেমী খাতুন, সিমা পারভীন, আশরাফিয়া, শারমিন সুলতান, সারা খাতুন, আকলিমা খাতুন, শিক্ষা সহায়ক- নাজমা জামান, রুপালি খাতুন, শিউলি খাতুন, ইকলাচ উদ্দিন, নৈশ প্রহরী শ্রী সুফল বিশ্বাস সহ অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।